মুকুলের আসর

খুন্নি বুড়ি ও গায়বি টাকার পাতিল

শাহজাহান মুহাম্মদ

ছোট বেলায় অনেক ভূত-পেতনির গল্প শুনেছি আমার দাদীর কাছে। বর্তমানে দাদী পৃথিবীতে নেই। তিনি আজব আজব সব জ্বীন ভূতের গল্প বলে গেছেন।

আমাদের বাড়ির চার পাশে কাঁটা তারের বেড়া। মাঝখানে ঘর। ঘরের বেড়ার মধ্যে মাটি দিয়ে লেপটে দেয়া। আর উপরে টিন। তিনটি ঘর। আম বাগান ও অন্যান্য বনজ কাঠের গাছ পেছনে বাঁশবাগান। গভীর বনজঙ্গল।

আমার জন্মেরও আগের কথা। আমার বাবার বয়স যখন তিন বছর। তখন আমার দাদা মারা যান। বাবাই ঠিকমত তার বাবার কথা বলতে পারে না। তাহলে তো আমার দেখার কোনো প্রশ্নই আসে না। দাদীকে 'বু' বলে ডাকতাম। 'বু'কে বললাম, দাদার কি হয়েছিল? অসুখে মারা গেছে।

দাদী বলল-এই জাগাটা ভালো না। হালালখুন্নি বুড়ি আছে। ঠিক ভর দুপুরে বাড়ির পেছনে কাঁচা টাকা শুকাতে দিত, নিজে বসে থেকে। হাতে একটা ছোট লাঠি থাকতো। তবে তার মুখ কেউ দেখতে পেতো না। সম্পূর্ণ শরীর সাদা কাপড়ে ঢাকা থাকতো। সেই সময়ে এটা অনেকেই দেখেছে। যা রাতের অন্ধকারে সীমানার এ মাথা থেকে অন্য মাথায় পিতলের পাতিল ভরতি টাকা গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুরে বেড়াত। অনেক সময় রাতের অন্ধকারে ঝনঝন করে শব্দ করত। এই কথা শুনে শরীরের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে যেত। অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকা থেকে থেমে থেমে ডাক দিত। তখন কোনো বিদ্যুৎ বাতি ছিল না গ্রামে। হারিকেন বা কুপি জ্বালাতো। ঘরের বাইরে যেতে ভয় হতো। হাটে হাটে দাদার পান ব্যবসা ছিল। দাদীর কোলে আমর ছোট চাচা। তাদের সুখের সংসার। খেয়েপরে দিন চলে যায়।

এক রাতের ঘটনা। দাদা-দাদী খেয়ে-দেয়ে ছেলেদের নিয়ে শুয়ে পড়েন। হঠাৎ গভীর রাতে দাদা স্বপ্নে দেখেন। তার ঘরের দরজার সামানে মাটি ফেটে গেছে। একটি পিতলের পাতিলে শুধু কাঁচা টাকা। পরে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলে উঠে দেখেন সেখানে কোনো কিছুই নেই। কিন্তু সে চিন্তা করতে থাকেন, এই টাকা যদি আমি পাই তাহলে আমার আর কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। অনেক টাকার মালিক হবো। এই চিন্তা করতে করতে ভোর হয়ে যায়। ফজরের নামায আদায় করে তার কাজে চলে যান। কিন্তু এই কথা তিনি কাউকে বললেন না। এমনকি দাদীকেও না।

যথারীতি পরের দিন রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েন। আবার গভীর রাতে সেই একই জায়গায় পিতলের পাতিলটি মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে। স্বপ্নে গায়েবি শব্দ বলে এই টাকা এখানে আছে কিন্তু তোর জন্য নয়। তোর জন্য নয়। তোর জন্য নয়। এটা তোমার নাতিপুতির জন্য..... নাতিপুতির জন্য..... নাতিপুতির জন্য। তুই কখনো এতে হাত দিবি না.... হাত দিবি না....হাত দিবি না। তোকে দেখিয়ে রাখলাম..... তোকে দেখিয়ে রাখলাম.... তোকে দেখিয়ে রাখলাম।

এই কথা শুনার পর দাদার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ওঠে দেখেন, দরজার কাছে কোনো কিছুই নেই। ভাবলেন, চিন্তা করে দেখি তো এখানে টাকার পাতিল আছে কি না। পরপর দুইদিন স্বপ্নে দেখা সত্যি তো হতে পারে। এই ভেবে ঘরের দরজা খুলে ছোট খন্তা নিয়ে দরজার যে জায়গায় মাটি ফেটে গিয়েছিলো সেখানে খুঁড়তে থাকেন। এদিকে দাদী ঘুমিয়ে আছে তার ছেলেদের নিয়ে। দুই কোপ দিতেই ঠং ঠং করে শব্দ হয়। আর সে মনে মনে ভাবে, এই স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছে। তাড়াহুড়া করে মাটি সরিয়ে দেখেন, পিতলের পাতিল ভরতি শুধু কাঁচা টাকা। এই দেখে তার চোখ ছানা বড়া হয়ে যায়। সে কি করে আর না করে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের গামছা মাটিতে বিছিয়ে দুই হাত এক করে কাঁচা টাকা তুলে গামছার মধ্যে রাখেন। এইভাবে দ্বিতীয় বার তুলে তারপর তিনবার নেয়ার সময় আর টাকা নিতে পারলো না। পাতিলটি মাটির নিচে চলে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।

দাদা তাড়াতাড়ি গর্ত মাটি দিয়ে বন্ধ করেন এবং পানি দিয়ে লেপে দেন। যেন দাদী বুঝতে না পারেন। টাকাগুলো গামছায় বেঁধে লুকিয়ে রাখে। এরপর শুয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে সেই গায়েবি শব্দে বলে- কাজটা ভালো করলে না। এটা তোর জন্য নয়। বলেছিলাম না এটা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অর্থাৎ তোর নাতিপুতির জন্য। কিন্তু তুই তো লোভ সামলাতে পারলি না। ঠিক আছে। তুই এক কাজ কর টাকাগুলো যেখানে পেয়েছিস সেখানে রেখে আস। কিন্তু কে শুনে কার কথা। টাকা ফেরত দিল না।

পরের দিন দাদা তার প্রতিদিনের মতো কর্মে চলে যায়। যথারীতি রাতে একই কথা- কই টাকাগুলো তো ফেরত দিলি না। এখনো সময় আছে তুই টাকা ফেরত দিয়ে দে।

এদিকে দাদা টাকা রীতিমতো খরচ করতে থাকেন। কখনো দাদীকে বলে না। শুধু রাতে গুনে দেখেন। একদিন দাদী বলেন, কী গুনছো? বলেন, ও তুই বুঝবি না। আমার হিসাব।

এভাবে দিনের পর দিন চলে যায়। এমন এক সময় দাদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর কোনো কাজ করতে পারে না। একদম বিছানায়। শুধু তার ঠোঁট দুটো নড়ে। দাদী বলেন, কি এত গুনছো। যা আমাকে বলা যাবে না?

এদিকে রক্ত পায়খানা শুরু হয়। কত ডাক্তার কত কবিরাজ, কিন্তু কেউ সুস্থ করে তুলতে পারেনি। এমনি এক সময় তার জীবন প্রদীপ নিভে যায়। অনেক ঝাড়ফুঁক করেও কোনো কাজ হয়নি। তবে পরে কেউ কেউ বলেছে যে তাকে দুষি ধরেছে। যার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

আমার দাদীও শিক্ষিত ছিলেন না। তবে টাকা-পয়সার হিসাব ঠিক জানতেন। পরে আরও শুনেছিলাম, এই টাকা আমার দাদীর শাশুড়ির, যা মাটির পাতিলে জমিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে এটা নাকি সুর হয়ে বেড়ায়।

আমার দাদাও শিক্ষিত ছিলেন না। শিক্ষিত হলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটতো না। এই লোভ তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এ গল্প আসলে কতটা সত্যি তা আজও জানি না।

বোশেখ এল

জুলফিকার শাহাদাৎ

বোশেখ এল রোদের চাদর মেখে
আগুন ডানায় আলোর ছবি এঁকে
ধানের গানে প্রাণের বাঁশির সুর
বোশেখ এল পেরিয়ে সমুদ্দুর।

বোশেখ এল মায়ের শাড়ি পরে-
দুরন্ত সব খোকার ঘরে ঘরে
নাগরদোলায় দোলে খুকুর মন
বাউল বাতাস নাছে সারাক্ষণ।

বোশেখ এল রঙের নৌকা চড়ে
শিল্পী, কবি সাধকের অন্তরে
দেশজ হৃদয় ছোঁয়া গানে
বোশেখ এল বাঙালিদের প্রাণে।

বোশেখ আসে ঘুর্ণঝড়ের ডানায়
পা ফেলে সে নদীর কানায় কানায়-
পাগলা হাওয়া বুকে পুষে রাখে-
বোশেখ কাঁদায় আমার বাংলা মাকে।

বাবা

এস এম শহীদুল আলম

আকাশছোঁয়া উদারতায় আগলে যিনি রাখেন
কচি মুখের দেখতে হাসি অপেক্ষাতে থাকেন
শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি ঝড়ে দিন-রজনী খাটেন
উঠতে বেড়ে বড় বাধার পাহাড়গুলো কাটেন
বাবার শ্রম বাবার হাসি খোদার সেরা দান-
সর্বকালে জয়ী হওয়া বাবার অবদান।

বটবৃক্ষের ছায়ার মতো বাবার ভালোবাসা
ফুলের মতো ফুটতে থাকে স্বপ্ন এবং আশা
আল্লাহ্-রাসূল বিশ্ব খুশি বাবা খুশি হলে
বাবার দোয়ায় পথে পথে আলোর বাতি জ্বলে
গল্প ছড়া গান কবিতা যত গুণগান-
জীবন পথে এসব পুঁজি বাবার অবদান।

আলো বাতাস ঘ্রাণ ছড়ানো বাবার মহৎ নেশা
সোনার টুকরো মানুষ করা তুলনাহীন পেশা
বৈরী হাওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে প্রাণপণও লড়েন
সোনা রূপার সুখের জন্য কত্ত কিছু করেন
ভরণ-পোষণ খাদ্য সেবা দিয়েই শুধু যান
ছোট্ট থেকে বড় হওয়া বাবার অবদান।

কিছু কিছু লোক

মুহাম্মদ সোহেল

কিছু কিছু লোক আছে মহা ধড়িবাজ
জিম্মি এদের কাছে পুরোটা সমাজ।
মানুষের ক্ষতি করে চলে দিনরাত
হাড় মাংসে এরা পাজি বজ্জাত।

এতটুকু নেই শুভ মানবিক বোধ
আছে মিছে অহমিকা দম্ভ ও ক্রোধ।
ষড়যন্ত্রের জাল এরা বুনে যায়
মওকা-সুযোগ বুঝে ভোল পাল্টায়।

কখনো ডানে এরা কখনো বা বাঁয়
এরা আছে সবখানে শহরে ও গাঁয়।
সবকিছু লুটেপুটে এরা খেতে চায়
পরিণামে সকলের ঘৃণা শুধু পায়।

পরিচালক
মুকুলের আসর, মাসিক তরজুমান
জনাব,
আমি এ আসরের সদস্য হতে ইচ্ছুক। আমার বয়স ১৮'র বেশি নয়। আশা করি আমাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবেন।
নাম :.....বয়স:.....
ঠিকানা :.....
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:.....শ্রেণী:.....
স্বাক্ষর :.....তারিখ:.....

রসের পিঠা

সিরাজুল ফরিদ

ঠিক দুপুরে
তাল পুকুরে
পড়লো ঝরে
টুপুত করে
তিনটে পাকা তাল;
পুকুর জলে
ঘাটের তলে
তালের সারি
আসছে ভেসে
খোকন হেসে
ভোরছে দিল ফাল;
তাল নিয়ে সে ফিরছে বাড়ি
রসের পিঠায় ভরছে হাঁড়ি।

আমার এ দেশ

খোরশেদ আলম

আমার এ দেশ রক্ত দিয়ে কেনা
লক্ষ প্রাণের ভালোবাসার দান
আমার এ দেশ যুগ জনমের চেনা
কোমল মাটির স্বপ্ন অফুরান।

পুঁইয়ের মাচায় ঐ যে দোয়েল পাখি
শাপলা ফোটা নিথর ঝিলের জল
সবার মাঝে কী অপরূপ রাখী
নদীর বুকে ঢেউয়ের কোলাহল।

উদাস হাওয়া বইছে ধানের ক্ষেতে
দিগন্তে ঐ বিলীন আকাশ নীল
রাখাল বালক বাঁশির সুরে মেতে
শর্ষে ফুলে রোদেরই ঝিলমিল।

কোথায় পেলাম আমরা এতো আলো
কোথায় পেলাম এতো ফুলের মেলা
পেরিয়ে নিঝুম রাত্রি আঁধার কালো
আনলো কেড়ে সূর্য সকাল বেলা।

বিঃদ্রঃ এই ফরম কেটে পাঠাতে হবে